ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ৭ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
স্থান	: সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম
তারিখ	: ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
সময়	: সকাল ১১:০০টা
উপস্থিতি বিবরণী	: পরিশিষ্ট-ক

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর সভায় উপস্থিত সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি সার্বিক পরিস্থিতির কারণে নির্ধারিত সময়ে সভা করতে না পারায় আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন। স্বাগত বক্তব্য শেষে কার্যবিবরণী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য-সচিবকে অনুরোধ জানানো হয়।

১। জনাব মোঃ রুহুল আমীন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এবং সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার ১ নম্বর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। **অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনাঃ**

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা ও মতামতের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) শরণার্থীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কারিগরি ত্রুটির কারণে সমস্ত তালিকা নষ্ট হয়ে যায়। নতুন তালিকা প্রস্তুতপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপন করা হবে।

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি জানান অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের যে তালিকা তাতে যথেষ্ট ভুল রয়েছে। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং হেডম্যান সহযোগে তালিকা প্রস্তুত করে টাস্কফোর্স কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলে পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হবে।

চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ একই মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা তৈরির জন্য নিম্নরুপ কমিটি গঠন করা হলঃ

১. উপজেলা চেয়ারম্যান------- সভাপতি
২. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান------ সদস্য
৩. সংশ্লিষ্ট হেডম্যান---------- সদস্য
৪. জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি ---------- সদস্য
৫. কার্বারী ---------- সদস্য
৬. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য-------- সদস্য
৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ---------- সদস্য সচিব

কমিটি অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক টাস্কফোর্স কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। প্রাপ্ত তালিকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৩। **স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্তঃ**

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি জানান প্রায় ১৩,৬০৭ পরিবারের স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। এ তালিকা যাচাই-বাছাই করতে হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি জানান, যেহেতু আত্মগোপনে যাওয়ার পর শরণার্থীরা এসেছে, সেহেতু তাদের তালিকাভুক্তির জন্য Project চেয়ারম্যান ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধির মাধ্যমে তালিকাভুক্তি করলে ভাল হয়।

জনাব মানিক লাল বণিক, যুগ্মসচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, জনসংহতি সমিতির মাধ্যমে ৫৪,০০০ এর ও অধিক শরণার্থী তালিকাভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। বিষয়টি সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ জানান যেহেতু একই কাজ পূর্বের গঠিত কমিটিই তালিকাভুক্তির কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকা প্রস্তুতের জন্য নিম্নরুপ কমিটি গঠন করা হলঃ

১. উপজেলা চেয়ারম্যান------- সভাপতি
২. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান------ সদস্য
৩. সংশ্লিষ্ট হেডম্যান---------- সদস্য
৪. জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি ---------- সদস্য
৫. সংশ্লিষ্ট কার্বারী ---------- সদস্য
৬. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য-------- সদস্য
৭. Project চেয়ারম্যান ---------- সদস্য
৮. প্রতিনিধি পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি- -- সদস্য
৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ---------- সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পূর্ণাংগ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক টাস্কফোর্স কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। উক্ত তালিকা প্রস্তাবনা আকারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় আগামী সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৪। <u>জনবল নিয়োগঃ</u>

সভাপতি টাস্কফোর্সের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত জনবল নিয়োগের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
জনাব মানিক লাল বণিক, যুগ্মসচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, টাস্কফোর্স কার্যালয়ে জনবল নিয়োগের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ এ বিষয়ে টাস্কফোর্স কার্যালয় খাগড়াছড়িকে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নঃ সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স ।

৫। <u>ঋণ মওকুফ সংক্রান্তঃ</u>

২০ দফা প্যাকেজের ধারা ৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ঘ খন্ডের ৭ নং ধারা অনুযায়ী অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি ব্যাংক, ধারা ৯ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ এর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে কত টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ করা হবে তা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় উপস্থাপন করেন।

সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ঘ খন্ডের ৭ নং ধারায় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন অথচ ব্যবহার করতে পারেননি সে সমস্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তিনি সমস্ত ঋণ সুদসহ মওকুফের দাবী জানান।

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা জানান কত টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ করা হবে তা টাস্কফোর্স নির্ধারণ করা ঠিক হবেনা। তবে চুক্তির আওতায় সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়া ভাল।

জনাব মেজর তসলিম মোঃ তারেক জি এস ও-২ জানান ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করা উত্তম। না হলে এর পরিমাণ বাড়তে থাকবে।

সিদ্ধান্তঃ ২০ দফা প্যাকেজের ধারা-৮ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির "ঘ" খন্ডের ৭ নং ধারা- এর আওতায় সুদসহ সকল ঋণ মওকুফ বিষয়ে টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করবে।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স

৬। ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্তঃ

২০ দফা প্যাকেজের ধারা-১৮ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্বের সকল ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে মামলা প্রত্যাহার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রধান নির্বাহী, টাস্কফোর্স জানান এ বিষয়ে তিন পার্বত্য জেলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা হতে চলমান মামলাসমূহের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের তালিকা পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্তঃ জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের তালিকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খাগড়াছড়ি বরাবর প্রেরণ করবে। সে মোতাবেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খাগাড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খাগড়াছড়ি ও সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি

৭। টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্তঃ

প্রতি তিন মাস অন্তর টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স

৮। টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি সংক্রান্তঃ

সভাপতি জানান, প্রত্যাগত শরণার্থীদের রেশন দেয়া হয় এবং রেশনসমূহ ঠিকমত দেয়া হচ্ছে কিনা, কী কী প্রজেক্ট গৃহীত হচ্ছে, প্রজেক্ট কারা পরিচালনা করছে তা টাস্কফোর্স জানে না অথচ কোন সমস্যার উদ্ভব হলে টাস্কফোর্স-কে জবাবদিহি করতে হয়। এ বিষয়ে টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি সংশোধনের বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব মোঃ রুহুল আমীন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স জানান, বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারাধীন।

সিদ্ধান্তঃ শরণার্থী বিষয়ক সকল বিষয় টাস্কফোর্স-কে অবহিত করতে হবে। সকল পত্রের অনুলিপি টাস্কফোর্স কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি সংশোধনের বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

বাস্তবায়নঃ সদস্য(সকল), টাস্কফোর্স ও জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৯। প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকরিতে পুনর্বহাল এবং চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান সংক্রান্তঃ

প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকরিতে পুনর্বহাল এবং চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, চাকরিতে পুনর্বহাল সংক্রান্ত বিষয়টি আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে ২৬২ জনের তালিকা নিয়ে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে জন সংহতি সমিতির ৬৩ জন। অবশিষ্ট প্রত্যাগত শরণার্থী।

জনাব মানিক লাল বণিক, যুগ্মসচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, এ বিষয়ে যেহেতু গেজেট প্রকাশিত হয়েছে সেহেতু দ্রুত অগ্রগতি হবে।

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি জানান, চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য ০৭(সাত) জন আবেদন করেছেন। যা প্রধান নির্বাহীর কাছে রয়েছে। উক্ত ০৭ জনের নাম গেজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সিদ্ধান্তঃ উক্ত ০৭ জনের পুনর্বহালের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবাকারে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

১০। বিবিধঃ

(ক) জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি বলেন, যে পানছড়ি উপজেলায় ২০০১ সালের জুন মাস হতে ৪৯২ ইউনিটের ৯.৩৩৩ মেট্রিক টন কম খাদ্য-শস্য দেয়া হচ্ছে। পানছড়ি উপজেলার adult ও minor -এর ইউনিটের সাথে জেলার পাঠানো ইউনিটের মিলে না। ১৯৯৮ সাল হতে বর্তমান অবধি পানছড়ির ইউনিট একই। মাস্টার রোলও একই। বকেয়াসহ রেশন প্রদানের জন্য তিনি দাবী উপস্থাপন করেন।

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান, রেশন প্রার্থীর তুলনায় রেশনের পরিমাণ কম হওয়ায় মাথাপিছু রেশনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। উদাহারণস্বরুপ ১০ জনের রেশন ১২ জনকে দেয়া হয়, এতে রেশনের পরিমাণ কমে যায়। কমিটির মাধ্যমে তালিকা করা হলে যথাযথভাবে রেশন দেয়া সম্ভব হবে।

জনাব মেজর তসলিম মোঃ তারেক জি এস ও-২ জানান, Adult অনুযায়ী রেশন বরাদ্দ দেয়া হলে ভাল হয়।

সিদ্ধান্তঃ গঠিত কমিটির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রাপ্তির পর সে অনুযায়ী বরাদ্দ চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

(খ) জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি টাস্কফের্সের কার্যপরিধিতে জেলা প্রশাসকদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করেন। চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণই যেহেতু যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে সেহেতু টাস্কফোর্সে জেলা প্রশাসকদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

জেলা প্রশাসক, বান্দরবান জানান, পার্বত্য চুক্তিতে টাস্কফোর্স গঠনের বিষয়ে কিছু ছিল না। তাছাড়া টাস্কফোর্সে জেলা প্রশাসকদের অন্তর্ভুক্ত করলে তা চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হবেনা।

চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ জানান, জেলা প্রশাসকদের টাস্কফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করলে ভাল হয়।

সভার বেশীরভাগ সদস্য একই মতামত ব্যক্ত করেন।

তবে জনাব সন্তোষিত চাকমা বলেন, পাবর্ত্য চুক্তির ঘ খন্ডের ১ নং ধারা এবং বিশ দফা চুক্তি অনুযায়ী টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ঘ খন্ডের ১ নং ধারা এবং বিশ দফা চুক্তির সিদ্ধান্তের কপি পড়ে শোনান। জাতীয় কমিটিতে এম.পি, বিভাগীয় কমিশনার ও পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ ছিলেন। জাতীয় কমিটির সদস্য ও উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রতিনিধির সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি জাতীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। সে হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব সন্তোষিত চাকমা আরো বলেন, টাস্কফোর্স ৪র্থবার পুনঃগঠনের তারিখ হতে ননঅফিসিয়াল সদস্যদের ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা হারে মাসিক সম্মানীভাতা প্রদানের প্রস্তাব ছিল। জনাব এস.এম শফি সহ অন্য সদস্যরা সমর্থন করেন।

এ বিষয়ে সভাপতি জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বেও বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তিনি টাস্কফোর্স সদস্যদের সম্মানীভাতা এবং জেলা প্রশাসকদের টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চাওয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ-কে টাস্কফোর্স কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি এবং সম্মানীভাতার বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চেয়ে পত্র লিখতে হবে।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান(প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
ফোনঃ ০৩৭১-৬১৭৫৯(অ), ০৩৭১-৬২৪২৪(বা)
E-mail: taskforce 97cht@yahoo.com
Jtripura.cht@gmail.com

স্মারক নম্বর- ০০.৪২.০২৯.০৩১.১২.০০২.১৫-৪৫৪(১৫),

তারিখঃ ০৮ মে ২০১৬

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ
(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৪। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম

৫-৭। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা

৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি

৯-১১। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

১২। সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা

১৩। জনাব .....
সদস্য/প্রতিনিধি, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স

১৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা

১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

৮/৫/১৬

(মোঃ রুহুল আমীন)
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য সচিব
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
☎০৩১ ৬১৫২৪৭, 🖷০৩১ ৬১৭৪০০
Email: divcomchittagong@mopa.gov.bd